দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া
রবিবার ১৪ শ্রাবণ ১৪১৯
২৯ জুলাই ২০১২

পতিত জমিতে ফল বাগান ও কৃষিভিত্তিক শিল্পায়ন

কৃষিবিদ এসএইচএম গোলাম সরওয়ার

(গত সংখ্যার পর)

মাঠ ফসলের উপর নির্ভর করে কৃষিভিত্তিক শিল্প: আখের উপর ভিত্তি করে সুগার মিল, চা বাগানের উপর ভিত্তি করে চা শিল্প, পাটের উপর ভিত্তি করে জুট মিল, তুলার উপর ভিত্তি সুতার মিল, ধানের উপর ভিত্তি করে অটো রাইস মিল, চাতাল মিল এবং বেকারি গড়ে তুলতে হবে।

উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের উপর নির্ভর করে কৃষিভিত্তিক শিল্প: নানান ধরনের ফলের উপর নির্ভর করে কৃষিভিত্তিক শিল্প যেমন- প্রাণ, একমি, সেজানের মত আরো নানান নামের শিল্প গড়ে তুলতে হবে।

ক্ষুদ্র শিল্প: আখ উৎপাদনকারী অঞ্চলে আখের রসের উপর ভিত্তি করে গুড় মিল এবং যশোর, ফরিদপুর, নাটর, রাজশাহী অঞ্চলে খেজুর রসের উপর নির্ভর করে খেজুর গুড়ভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্প ও দেশের কোথাও কোথাও মৌমাছি পালনের মাধ্যমে মধুভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠেছে। এছাড়াও সারা দেশের মানুষের প্রিয় খাদ্য হিসেবে- চিঁড়া, মুড়ি, আচার, পাপড়, দই, মিষ্টি ও দুগ্ধজাত নানান ধরনের মিষ্টান্ন তৈরি ক্ষুদ্র শিল্পের আওতায় পড়ে। এই সব ক্ষুদ্র শিল্পের আরো যাতে প্রসার ঘটে সে জন্য সরকারি ঋণ ব্যবস্থার মাধ্যমে আরো প্রসার ঘটাতে হবে।

বাণিজ্যিকভাবে বাগান করার উপায়: সরকারি প্রচেষ্টায় পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করে এসব কাজ করতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংক, এশিয়া উন্নয়ন

ব্যাংক, আইডিবি থেকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ এবং এফএও, জাইকা ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার সহায়তার প্রয়োজন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর এবং বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট যৌথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষি শিল্পের উদ্যোক্তা, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এবং কৃষক দল গঠন করে এ কাজ করতে পারে। এর জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে- ১. তাল, খেজুর ও গোলপাতা বাগান করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ খাদ্য ও চিনি শিল্প সংস্থার সহযোগিতা নিতে হবে। ২. বাংলাদেশের সুগার মিলগুলো চিনি উৎপাদনের জন্য যেভাবে কৃষকদের দিয়ে আখ চাষ করে তেমনি রস উৎপাদনের জন্য তাল, খেজুর ও গোলপাতার বাগান করতে হবে। এ জন্য সড়ক পথ, রেল পথের দু'ধার, পাহাড়ের টিলা, বাঁধ ও বেড়ি বাঁধ ও উপকূলীয় এলাকার পতিত জমিগুলো সুগার মিল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কৃষকদের কাছে লিজ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। ৩. বাগান করার লক্ষ্যে কৃষিভিত্তিক শিল্পের উদ্যোক্তা, এনজিও ও স্থানীয় ধনী/মধ্যবিত্ত/প্রান্তিক কৃষকদের কাছে পতিত জমিগুলো দীর্ঘদিনের জন্য বন্দোবস্ত করে সমবায় সমিতির মাধ্যমে উপকারভোগী দল গঠন ও প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করতে হবে। ৪. দেশের বেকার যুবক-যুবতীদের নার্সারি, বাগান, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং প্যাকেজিং এর উপর প্রশিক্ষণদানের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও কৃষি শিল্প স্থাপনে আগ্রহী করতে হবে। ৫. গ্রাম এবং শহরের মহিলাদের নিয়ে মার্কেটিং গ্রুপ গঠন করে বিভিন্ন প্রকার মানসম্পন্ন খাদ্য-সামগ্রী তৈরি করে দেশের মধ্যে বাজারজাতকরণ ও বিদেশে রফতানির ব্যবস্থা করতে হবে। ৬. জমির আইলে তাল, খেজুর, গোলপাতা, নারিকেল, পামওয়েল ও সুপারির চারা রোপণ করার জন্য কৃষকদের পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা দিতে হবে। ৭. বাণিজ্যিক ফল বাগান করার সময় স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি/কর্মকর্তাদের সহযোগিতা নিতে হবে।